এইচ এস সি যুক্তিবিদ্যা

অধ্যায়-৪: বিধেয়ক

প্রশ্ন ▶ ১ কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মিতভাষী, হাস্যোজ্জ্বল, বিচক্ষণ এবং মেধাবী। *[ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক কাকে বলে? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটিতে কী ধরনের বিধেয়কের ইঙ্গিত রয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় বাক্যটিতে যে গুণগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি বা শ্রেণিবাচক বিধেয় পদ বিশিষ্ট কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে সকল সম্পর্ক থাকতে পারে, সেই সম্পর্কসমূহকে বিধেয়ক বলে।

খ বিধেয় (Predicate) হচ্ছে একটি পদ এবং বিধেয়ক (Predicables) একটি সম্পর্কের নাম বিধায় এরা সমার্থক নয়।

যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকেই বলে বিধেয়। যেমন— মানুষ হয় দ্বিপদী। এ যুক্তিবাক্যে 'দ্বিপদী' কথাটি 'মানুষ' পদ সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই 'দ্বিপদী' পদটি বিধেয় পদ। কিন্তু এই যুক্তিবাক্যে মানুষ ও দ্বিপদী পদের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে বলা হয় বিধেয়ক। সুতরাং বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয়। বিধেয় হচ্ছে একটি পদ। অপরদিকে, বিধেয়ক হলো একটি সম্পর্কের নাম।

গ উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটিতে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণের ইঙ্গিত রয়েছে।

অবান্তর লক্ষণের প্রকারভেদগুলোর মধ্যে একটি হলো ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যে অবান্তর লক্ষণ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব সময় উপস্থিত থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন: কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান, জন্মতারিখ ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তির জন্মস্থান, জন্মতারিখ ইত্যাদি তার সাথে সব সময় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে বলেই একে অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলা হয়।

উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটিতে বলা হয়েছে, কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ, এখানে কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মতারিখকে প্রকাশ করা হয়েছে যা একটি ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কেননা, জন্মতারিখ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব সময় উপস্থিত থাকে। সুতরাং প্রথম বাক্যটিতে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় বাক্যটিতে যে গুণগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

উপলক্ষণ বলতে বিধেয়কের এমন একটি শ্রেণিবিভাগকে বোঝায় যা বিভেদক লক্ষণ থেকে অনুমিত বা নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, উপলক্ষণ হলো কোনো পদের এমন গুণ যা কোনো পদের অংশ নয়, কিন্তু পদটির জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয়। যেমন: 'চিন্তাশীলতা' গুণটি 'মানুষ' পদের উপলক্ষণ। কেননা ঐ গুণটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। উদ্দীপকের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'বিচক্ষণ' এবং 'মেধাবী' নামে যে গুণের উল্লেখ আছে তার দ্বারা উপলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। গুণ দুটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে নিঃসৃত হয় বলে এগুলো 'মানুষ' পদের উপলক্ষণ।

অবান্তর লক্ষণ হলো কোনো পদের এমন গুণ যা কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয়; আবার পদটির জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও হয় না। অর্থাৎ, অবান্তর লক্ষণ বলতে জাত্যর্থের বাইরের কোনো গুণকে বোঝায়। যেমন: 'শান্তিপ্রিয়' গুণটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থের বাইরের একটি গুণ। তাই 'শান্তিপ্রিয়' গুণটি 'মানুষ' পদের অবান্তর লক্ষণ। উদ্দীপকের দ্বিতীয় বাক্যে 'মিতভাষী' ও 'হাস্যোজ্জ্বল' বলে যে দুটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তা অবান্তর লক্ষণ। কেননা ঐ গুণ দুটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থের অংশও নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃতও নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের দ্বিতীয় বাক্যটিতে যে গুণগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তা বিধেয়ক হিসেবে উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ।

প্রশ্ন ▶ ২ ধারণা-১

'সকল কোকিল হয় কালো।'

ধারণা-২

'সকল গরু হয় গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী।'

[রা. বো., চ. বো., কু. বো., ব. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিধেয়ক কী? ১

খ. 'কোন যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না'?— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধারণা-১ এর সাথে কোন ধরনের বিধেয়কের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ধারণা-১ ও ধারণা-২ এর আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক বিধেয় পদ বিশিষ্ট কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সকল সম্পর্ক থাকতে পারে, সেই সম্পর্কসমূহকে বিধেয়ক বলে।

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

বিধেয়ক হচ্ছে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার এক প্রকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে তৈরি হয়। তাই সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে। নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে। এজন্য নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না। যেহেতু নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাই নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

গ উদ্দীপকের ধারণা-১-এর সাথে বিধেয়কের প্রকারভেদ অবান্তর লক্ষণের মিল রয়েছে।

বিধেয়কের প্রকারভেদগুলোর মধ্যে সর্বশেষ প্রকারভেদ হলো অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণ বলতে সেই গুণ বা গুণাবলীকে বোঝায় যা কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয়; আবার পদটির জার্তথ্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না। অর্থাৎ, অবান্তর লক্ষণ কোনো পদের জাত্যর্থের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত নয়।

উদ্দীপকে ধারণা-১ এ বলা হয়েছে 'সকল কোকিল হয় কালো'। এখানে 'কালো' রং 'কোকিল' পদটির জাত্যর্থ 'জীববৃত্তির' অপরিহার্য অংশ নয়। আবার, পদটির জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও হয় না। তাই ধারণা-১ বিধেয়কের প্রকারভেদ অবান্তর লক্ষণকেই নির্দেশ করে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ধারণা-১ ও ধারণা-২ উভয়ই বিধেয়কের প্রকারভেদ অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে ধারণা-১ 'শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ' এবং ধারণা-২ 'শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ' কে নির্দেশ করে।

অবান্তর লক্ষণের চারটি প্রকারভেদ রয়েছে এর মধ্যে প্রথমটি হলো শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কোনো প্রকার অবান্তর লক্ষণই জাত্যর্থের অংশ নয় বা জাত্যর্থের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু কিছু অবান্তর লক্ষণ আছে যা কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে সব সময় যুক্ত থাকে। যে অবান্তর লক্ষণ কোনো জাতি বা শ্রেণির ক্ষেত্রে সব সময় অপরিহার্যভাবে উপস্থিত থাকে বা বর্তমান থাকে তাকে শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। ধারণা-১-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 'কালো' পদটি 'কোকিল' শ্রেণির ক্ষেত্রে সব সময় উপস্থিত থাকে। তাই এটি শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

আর যে অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে সব সময় বর্তমান থাকে না সেটি শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। ধারনা-২ এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গরু চতুষ্পদ হলেও সকল গরু গৃহপালিত নয়। অর্থাৎ, এটি গরু শ্রেণির সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সুতরাং ধারণা-১ ও ধারণা-২ উভয়ই অবান্তর লক্ষণের প্রকারভেদ। উভয় প্রকার অবান্তর লক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে মিল থাকলেও এরা ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রশ্ন ▶ ৩ সাবিনা রসুলপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাংসারিক কাজ করতে ভালোবাসেন এবং গরীব দুঃখীদের সাহায্য করেন। তাই গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করে। *[দি. বো' ১৭। প্রশ্ন নং ৫; আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪; ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক কত প্রকার? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ক সমার্থক নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সাবিনা আক্তারের জন্মতারিখ কোন ধরনের বিধেয়ক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সাবিনা আক্তারের জন্মতারিখ এবং চারিত্রিক গুণাবলিতে যে বিধেয়কের প্রতিফলন ঘটেছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয়ক পাঁচ প্রকার।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সাবিনা আক্তারের জন্মতারিখ হচ্ছে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

অবান্তর লক্ষণ (Accidens) হচ্ছে পদের (Term) এমন গুণ যা কোনো পদের জাত্যর্থের (Connotation) অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, কিন্তু পদের মধ্যে সেই গুণগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— বহু মানুষের চুল কালো। এ বাক্যে চুল কালো হওয়ার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ এবং ২. ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। ব্যক্তির যে গুণগুলো তার মধ্যে সর্বদা এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন— ব্যক্তির জন্মতারিখ, বংশ পরিচয় ইত্যাদি।

উদ্দীপকে সাবিনা ১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মতারিখ ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ, সে ইচ্ছা করলেই নিজ থেকে এ বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। এ বিষয়গুলো সর্বদা অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে।

ঘ উদ্দীপকে সাবিনা আক্তারের জন্মতারিখ ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ এবং চারিত্রিক গুণাবলি ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে।

যে অবান্তর লক্ষণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে অপরিবর্তনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন— ব্যক্তির জন্মস্থান, বংশ পরিচয় ইত্যাদি। আর যে অবান্তর লক্ষণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের বেলায় সর্বদা বর্তমান থাকে না, মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয় তাকে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন— ব্যক্তির পোশাক, রুচি, বাসস্থান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সাবিনা ১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করে। যেগুলো সাবিনার সাথে অপরিবর্তনীয়ভাবে সর্বদা উপস্থিত। কোনোভাবেই সাবিনার জন্ম সাল ও তারিখ পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই আমরা একে সাবিনার ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলতে পারি।

অপরদিকে, সাবিনার চারিত্রিক গুণাবলি যেমন— সাংসারিক কাজের প্রতি ভালোবাসা, গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা এগুলো তার পরিবর্তনযোগ্য গুণ। অর্থাৎ এগুলো বর্তমানে উপস্থিত থাকলেও ভবিষ্যতে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। তাই একে আমরা বলবো ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

সুতরাং, ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ ও ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে একটিকে ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু অন্যটিকে পরিবর্তন করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬১ সালের ৭ই মে, জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও বিচার শক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। *[কু. বো' ১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক কাকে বলে? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটিতে কোন ধরনের বিধেয়কের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটিতে বর্ণিত গুণগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তাকে বিধেয়ক বলে (Predicables)।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে শেষ বাক্যটির 'বুদ্ধিমান' গুণটি বিভেদক লক্ষণ এবং 'বিচার শক্তিসম্পন্ন' গুণটি উপলক্ষণ। নিচে এ দুই বিধেয়কের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো—

বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ যা দ্বারা একটি উপজাতিকে অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়। যেমন— মানুষ 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে অন্যান্য উপজাতি তথা গরু, ঘোড়া, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী থেকে পৃথক। অন্যদিকে, যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থের অংশ না কিন্তু গুণটি অনিবার্যভাবে সেই জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। অর্থাৎ একটি পদের উপলক্ষণ বলতে সেই পদের জাত্যর্থের বাইরে কোনো সাধারণ ও অনিবার্য গুণকে বোঝানো হয়। যেমন—'বিবেকসম্পন্ন' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিন্তু এ গুণটি 'বুদ্ধিবৃত্তি' জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে বলে এটা উপলক্ষণ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুদ্ধিমান' গুণটি হলো বিভেদক লক্ষণ এবং বিচার শক্তিসম্পন্ন গুণটি হলো উপলক্ষণ। কারণ বিচার শক্তিসম্পন্ন গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে নিঃসৃত।

সুতরাং, বুদ্ধিমান এবং বিচারশক্তিসম্পন্ন গুণ দুটির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক হলো এদের প্রথমটি জাত্যর্থ এবং দ্বিতীয়টি জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫ যুক্তিবিদ্যা ক্লাসে রাজিব স্যার বলেন, "মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব"। মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি আছে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। তিনি আরও বলেন, এই গুণটির বলেই মানুষ বিচার করতে পারে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে তার আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাস্যপ্রিয়তা, জন্মস্থান, জন্মতারিখ এরূপ অনেক বিষয় রয়েছে। *[চ. বো.'১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বিধেয় কী? ১

খ. বিধেয়ক একটি সম্পর্কের নাম— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'মানুষ' পদের বিশেষ গুণটি কোন বিধেয়ককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাজিব স্যারের শেষের বক্তব্যটির আলোকে বিধেয়কের প্রকার বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বিধেয় (Predicate) বলে।

খ বিধেয়ক (Predicables) কোনো পদ নয় কারণ বিধেয়ক হলো একটি সম্পর্কের নাম।

যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্কের নাম বিধেয়ক। এ কারণেই বিধেয়ক কোনো পদ নয়। যেমন: 'সকল দার্শনিক হন সৃজনশীল'। এখানে 'দার্শনিক' উদ্দেশ্য পদের সাথে 'সৃজনশীল' বিধেয় পদের যে সম্পর্ক তাই হলো বিধেয়ক।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'মানুষ' পদের বিশেষ গুণটি হলো বুদ্ধিবৃত্তি। এই 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটি বিভেদক লক্ষণ নামক বিধেয়ককে নির্দেশ করে।

যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয় তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে। বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ। যেমন— মানুষের মধ্যে রয়েছে 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তি' নামক গুণ। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রাণীর রয়েছে 'জীববৃত্তি' গুণ। এই 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে মানুষ তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক। এজন্য 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণকে মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ বলে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'। এখানে বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ। এ গুণের কারণেই মানুষ তার অন্যান্য উপজাতি থেকে আলাদা।

ঘ উদ্দীপকে রাজিব স্যারের শেষের বক্তব্যটি হলো অবান্তর লক্ষণ। নিচে অবান্তর লক্ষণের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করা হলো।

যে গুণ বা গুণসমষ্টি কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিংবা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়েও আসে না, তা-ই অবান্তর লক্ষণ। যেমন— মানুষের 'সংগীতপ্রিয়তা', 'হাস্যপ্রিয়তা' গুণগুলো হলো অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে চারভাগে ভাগ করা যায় যথা—

ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ব্যক্তির রুচি, পোশাক, পেশা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ব্যক্তির জন্মস্থান, বংশ পরিচয় ইত্যাদি।

শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- মানুষ শ্রেণির কালো চুল।

শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ঘোড়া শ্রেণির চতুষ্পদ গুণ।

উদ্দীপকে রাজীব স্যার তার শেষ বক্তব্যে মানুষের আচার ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছেদ, হাস্যপ্রিয়তা, জন্মস্থান, জন্মতারিখ এরূপ বিভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবই অবান্তর লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, রাজীব স্যারের শেষের বক্তব্যের বিধেয়ক হলো অবান্তর লক্ষণ।

প্রশ্ন ▶ ৬ তিন বন্ধুর আলোচনায় সুমন বললো, "আমাদের ফুলের বাগান লাল, হলুদ, বেগুনী ও নীল রংয়ের ফুলে ভরপুর।" সুজন বললো, "মানুষই ফুলের বাগানের পরিচর্যা করে ও অন্যান্য পশুপাখির হাত থেকে রক্ষা করে। কলম কেটে ফুলের জাতগুলো উন্নতও করে। কারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা আছে।" সফিক বললো, "এই মানুষই তাদের উদারতা ও মমতা দিয়ে বিভিন্ন পশুপাখি প্রতিপালন করে।" *[দি. বো.'১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক কী? ১

খ. কোন ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সুমনের বক্তব্যে কোন ধরনের বিধেয়ককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিধেয়কের আলোকে সুজন ও সফিকের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয়ক হলো সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের সম্পর্ক।

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (Negative Proposition) ও বিশিষ্ট পদে (Individual Term) বিধেয়ক (Predicables) থাকে না।

নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য (Subject) পদের সাথে বিধেয় (Predicate) পদের সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। তাই এরূপ যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না। যেমন: 'সকল ফুল নয় লাল'। এখানে ফুলের সাথে লাল রঙের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আবার, যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয়টি 'বিশিষ্ট পদ' (Individual Term) সেখানে বিধেয়ক থাকে না। যেমন: জীবনানন্দ দাশ, সূর্য, ঢাকা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে সুমনের বক্তব্য শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণকে (Seperable Accidens of a Class) নির্দেশ করে।

যে অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে কখনও উপস্থিত থাকে আবার কখনও উপস্থিত থাকে না, তাকে শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- 'কিছু ঘোড়া হয় লাল'। এখানে ঘোড়া শ্রেণির ক্ষেত্রে লাল গুণটি অবান্তর লক্ষণ এবং তা ঘোড়া শ্রেণির সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লাল ঘোড়া ছাড়াও অন্য রং এর ঘোড়া থাকতে পারে। এমনিভাবে মহিলাদের শাড়ি পরা, ক্রিকেটারদের চুইংগাম খাওয়া ইত্যাদি শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণের উদাহরণ।

উদ্দীপকের সুমন বলে, তাদের বাগানের কিছু ফুল লাল, কিছু ফুল হলুদ, কিছু ফুল বেগুনী এবং কিছু ফুল নীল। অর্থাৎ এখানে একই শ্রেণির অন্তর্গত বিভিন্ন ফুলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রং কে নির্দেশ করা হয়েছে। এ কারণে সুমনের বক্তব্যে উল্লিখিত বিধেয়ক হলো শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

ঘ উদ্দীপকে সুজনের বক্তব্যে বিভেদক লক্ষণ এবং সফিকের বক্তব্যে অবান্তর লক্ষণের ধারণা ফুটে উঠেছে।

সাধারণভাবে বিভেদক লক্ষণ বলতে বিভেদক বা পার্থক্য করার গুণকে বোঝায়। যে গুণ বা গুণাবলি কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে পৃথক করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে বিভেদক লক্ষণ বলে। বিভেদক লক্ষণ কোনো উপজাতির সারসত্তাকে প্রকাশ করে। পাশাপাশি অন্যান্য উপজাতি থেকে আলাদা বলে বিবেচিত হয়। যেমন— মানুষের বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। আবার, যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, এমনকি জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত নয়, তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। অবান্তর লক্ষণ কোনো পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত ভিন্ন ধরনের কিছু গুণকে নির্দেশ করে। যেমন, মানুষ নয় বুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ জীব।

উদ্দীপকে, সুজনের বক্তব্যে মানুষের যে বিশেষ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে তা হলো বুদ্ধিবৃত্তি। আর এই বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে অন্যান্য সকল প্রাণী থেকে পৃথক করে বলে এটি হলো মানুষের বিভেদক লক্ষণ। আবার, সফিকের বক্তব্যে মানুষের যে উদারতা ও মমতার কথা বলা হয়েছে তা মানুষের জাত্যর্থ নয় বা জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃতও নয়, তাই এটি অবান্তর লক্ষণ।

সুতরাং আমরা সুজন ও সফিকের বক্তব্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বলতে পারি, সুজনের বক্তব্য বিভেদক লক্ষণকে নির্দেশ করে বা জাত্যর্থের অংশ এবং সফিকের বক্তব্য অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে যা জাত্যর্থের অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃতও নয়। অর্থাৎ বিভেদক লক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ পরস্পর ভিন্ন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ সকল দার্শনিক হয় মানুষ। আমিনুল ইসলাম একজন দার্শনিক। তিনি ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৌতুকপ্রিয়। কৌতুকপ্রিয়তার কারণে তিনি সকলের নিকট জনপ্রিয়।

[সি. বো' ১৭। প্রশ্ন নং ৫; সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ। প্রশ্ন নং-১০]

ক. জাতি কী? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ক কি সমার্থক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৪৫ সালের ১ জানুয়ারি কোন ধরনের বিধেয়ককে নির্দেশ করে? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৌতুকপ্রিয় কোন ধরনের বিধেয়ক? তার শ্রেণিবিভাগ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি শ্রেণিবাচক পদ পরস্পরের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় যদি একটি পদ ব্যাপক এবং অন্য পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে ওই ব্যাপক পদটিকে পদের 'জাতি' (Genus) বলে।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৮

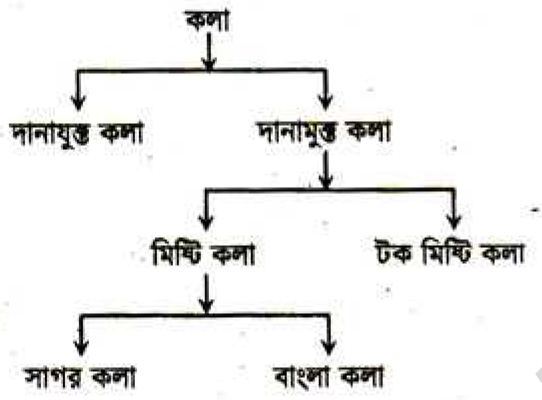

[ব. বো' ১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. বিধেয়ক কী? ১

খ. সমজাতীয় উপজাতির ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে দানাযুক্ত ও দানামুক্ত কলার মাধ্যমে বিধেয়কের কোন ধারণাটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় দুটির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তাকে বলা হয় বিধেয়ক (Predicables)।

খ একটি জাতিকে (Genus) যখন একাধিক উপজাতিতে ভাগ করা হয় তখন ওই উপজাতিগুলোকে পরস্পরের সহযোগী বা সমজাতীয় উপজাতি (Cognate Species) বলে।

এক্ষেত্রে সহযোগী উপজাতিগুলো এক সাথে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এরা একটি বৃহত্তর জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। প্রাণিজাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি উপজাতি সম্বন্ধের দিক থেকে সহযোগী বা সমজাতীয় উপজাতি।

গ উদ্দীপকের দানাযুক্ত ও দানামুক্ত কলার মাধ্যমে বিধেয়কের আসন্নতম জাতি ও আসন্নতম উপজাতির ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

একটি উপজাতির সবচেয়ে নিকটতম জাতিকে 'আসন্নতম জাতি' বলে। একটি উপজাতি একাধিক জাতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। ব্যাপকতার দিক থেকে কোনোটি খুব কাছে; আবার কোনোটি দূরে। তবে এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে কাছে সেটিকে উপজাতিটির আসন্নতম জাতি বলে। যদি মানুষকে উপজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে তার নিকটতম বা আসন্নতম জাতি হবে জীব। একইভাবে একটি জাতি একাধিক উপজাতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। উপজাতিগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে কাছে তাকে ঐ জাতির আসন্নতম উপজাতি (Proximate Species) বলে। যেমন: 'জীব' যদি জাতি হয় তবে তার আসন্নতম উপজাতি হচ্ছে 'মানুষ' এবং মানুষের আসন্নতম উপজাতি হচ্ছে 'সৎ মানুষ'।

উদ্দীপকে, দানাযুক্ত কলা হচ্ছে আসন্নতম জাতি এবং দানামুক্ত কলা হচ্ছে আসন্নতম উপজাতি।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় দুটি হলো জাতি ও উপজাতি। এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

জাতি ও উপজাতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ। উভয়েরই বিশেষ বিশেষ সদস্য রয়েছে। তবে জাতি ও উপজাতি একে অন্যের সাথে অস্তিত্বের দিক থেকে নির্ভরশীল। এদের কোনোটিই এককভাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। জাতি হতে হলে তার সাথে উপজাতি থাকতে হয় এবং উপজাতি হতে হলে তার সাথে জাতি থাকতে হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো দুটি শ্রেণিবাচক পদের একই যুক্তিবাক্যে অবস্থানের ফলেই এদের জাতি-উপজাতি সম্পর্ক নির্ধারিত হতে পারে। এককভাবে এদেরকে জাতি-উপজাতি আখ্যা দেওয়া কঠিন। কেননা কোনো পদ এককভাবে জাতি হতে পারে না আবার উপজাতিও হতে পারে না। যেমন: 'জীব' পদটির তুলনায় মানুষ একটি উপজাতি। অন্যদিকে, সৎমানুষ, দার্শনিক, কবি ইত্যাদি পদের তুলনায় 'মানুষ' একটি জাতি। তাই যুক্তিবিদ্যায় জাতি ও উপজাতিকে কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত দুটি শ্রেণিবাচক পদের তুলনামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জাতি ও উপজাতির আন্তঃসম্পর্ক হলো এরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। একটি ছাড়া অপরটি অস্তিত্বশীল হয় না।

প্রশ্ন ▶ ৯ প্রিয়ন্তী একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। সে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ও সদা হাস্যপ্রিয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাল গান গায় ও কবিতা আবৃত্তি করে। এসব গুণের কারণে সহপাঠী ও শিক্ষকগণ তাকে খুব পছন্দ করে।

[রা. বো' ১৭। প্রশ্ন নং ৫; বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. পরফিরির মতে বিধেয়ক কত প্রকার? ১

খ. আসন্নতম জাতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রিয়ন্তীর বিচার 'বুদ্ধিসম্পন্ন' গুণটি কোন ধরনের বিধেয়ক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রিয়ন্তীর 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি কোন ধরনের বিধেয়ক তা উল্লেখ করে এর শ্রেণিবিভাগগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক দার্শনিক পরফিরির (Porphyry) মতে বিধেয়ক পাঁচ প্রকার।

খ কোনো উপজাতির (Species) সবচেয়ে নিকটতম জাতিকে (Genus) আসন্নতম জাতি (Proximate Genus) বলে।

একটি উপজাতির একাধিক জাতি থাকতে পারে। ব্যাপকতার মধ্যে কোনোটি উপজাতির নিকটস্থ, আবার কোনোটি দূরবর্তী। তবে তাদের মধ্যে যেটি সব থেকে নিকটবর্তী সেটিকে আসন্নতম জাতি বলে। যেমন— মানুষ, জীব, সপ্রাণবস্তু, এদের মধ্যে জীব জাতিটিই মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং, 'জীব' জাতিটি 'মানুষ' উপজাতির আসন্নতম জাতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রিয়ন্তির 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন' গুণটি হলো উপলক্ষণ (Proprium)।

যে গুণ জাত্যর্থের অংশ নয় কিন্তু অনিবার্যভাবে জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। উপলক্ষণ গুণটি জাত্যর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়েও জাত্যর্থের ওপর নির্ভরশীল এবং জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে আসে। যেমন— 'বিচক্ষণতা' গুণটি মানুষ পদের একটি উপলক্ষণ।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের প্রিয়ন্তির 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন' গুণটিকে আমরা উপলক্ষণ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। কারণ, মানুষের জাত্যর্থ হচ্ছে 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি', আর 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন' গুণটি মানুষের জাত্যর্থের অংশ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত। তাই 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন' গুণটিকে উপলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১০ কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুল ছিলেন 'বিচক্ষণ' ও 'হাস্যপ্রিয়'। *[য. বো' ১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক কী? ১
খ. কোন ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক সম্ভব নয়? ২
গ. উদ্দীপকে কবির জন্ম তারিখ দ্বারা পাঠ্যবইয়ের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যে বর্ণিত গুণগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তাকেই বলা হয় বিধেয়ক (Predicables)।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের শেষবাক্যে বর্ণিত গুণগুলো হলো উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

যে পদ কোনো একটি পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়; কিন্তু জাত্যর্থ বা এর অংশ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত তাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন- মানুষের বিচারশক্তিসম্পন্ন গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অংশ নয়। কিন্তু গুণটি 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত। অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে পদের এমন গুণ যা কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না। কিন্তু পদের মধ্যে সেই গুণগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

অবান্তর লক্ষণ একটি পদ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। একটি পদের কোনো গুণ যদি এমন হয়, যে গুণটি ওই পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, জাত্যর্থ থেকে উদ্ভূতও নয়। অর্থাৎ ওই গুণকে পদের জাত্যর্থ থেকে অনুমান করা চলে না, কিন্তু গুণটিকে পদের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তবে এ ধরনের গুণকে ওই পদের অবান্তর লক্ষণ বলা হয়। যেমন— 'বহু মানুষের চুল কালো।' এ বাক্যে চুল কালো থাকার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ।

উদ্দীপকে নজরুলের 'বিচক্ষণ' গুণটি জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হওয়ায় এটি বিভেদক লক্ষণ। অন্যদিকে, 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি জাত্যর্থ নয় বা জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃতও নয় বলে এটি অবান্তর লক্ষণ।

সুতরাং, বিচক্ষণ এবং হাস্যপ্রিয় গুণটির একটি জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত, অপরটি জাত্যর্থের সাথে সম্পর্কিত নয়। তা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্ক হলো এরা উভয়েই মানুষ পদের মধ্যে বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'সব দার্শনিক হয় জ্ঞানী'- এই যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত 'দার্শনিক' এবং 'জ্ঞানী' পদ দুইটির মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। এরিস্টটল সর্বপ্রথম এই সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে যুক্তিবিদ পরফিরি এই আলোচনাকে আরো বেগবান করেন। *[চা. বো., ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪; সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বিধেয়ক কী? ১
খ. কোন ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক অনুপস্থিত থাকে? ২
গ. উদ্দীপকের যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত 'জ্ঞানী' পদটিকে যুক্তিবিদ্যায় কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'দার্শনিক' ও 'জ্ঞানী' পদ দুইটির মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক বহন করে তাকেই বলা হয় বিধেয়ক।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত 'জ্ঞানী' পদটিকে যুক্তিবিদ্যায় বিধেয় বলা হয়।

যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিধেয় বলে। প্রত্যেকটি যুক্তিবাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। বিধেয় পদ অনেক সময় এটি বিশিষ্ট পদও হতে পারে। উদ্দীপকে 'সব দার্শনিক' উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে 'জ্ঞানী' বিধেয় পদকে স্বীকার করা হয়েছে। যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী পদকে স্বীকার করার ফলে যুক্তিবাক্যটিতে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের এক প্রকার সম্পর্ক সূচনা হয়েছে। উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের এই সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে।

ঘ উদ্দীপকে 'দার্শনিক' ও 'জ্ঞানী' পদ দুইটির মধ্যকার সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে।

যুক্তিবিদ্যায় সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক বহন করে তাকে বলা হয় বিধেয়ক। প্রত্যেকটি যুক্তিবাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে। একটি সংযোজকের মাধ্যমে এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পদ যার সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। আর বিধেয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের এই সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে।

'সব দার্শনিক হয় জ্ঞানী' যুক্তিবাক্যে 'দার্শনিক' হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আর 'জ্ঞানী' হচ্ছে বিধেয় পদ। দার্শনিক পদের সাথে জ্ঞানী পদের যে বিশেষ সম্পর্ক তার নাম বিধেয়ক। যুক্তিবাক্যে 'জ্ঞানী' কথাটি দার্শনিক পদ সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাধ্যমে বিধেয়ক নামক সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। যেমনটি পেয়েছে উদ্দীপকের 'দার্শনিক' ও 'জ্ঞানী' পদের মাধ্যমে। অর্থাৎ দার্শনিক ও জ্ঞানী পদের সম্বন্ধই হলো বিধেয়ক।

প্রশ্ন ▶ ১২ ৩য় শ্রেণির ছাত্রী আসমা বললো, জানিস আপু- 'যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য আর বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে।' তার কলেজ পড়ুয়া বড় বোন নাজমা বললো, 'উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যেও একটি সম্পর্ক আছে। তবে এ সম্পর্ক কেবল সদর্থক বাক্যেই থাকে, নঞর্থক বাক্যে নয়।' *[চি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫; সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বিধেয় কী? ১
খ. অবান্তর লক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আসমা ও নাজমার বক্তব্যে যে দুটি বিষয়কে নির্দেশ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নাজমার শেষোক্ত বাক্যটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ কোন পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বিধেয় বলে।

খ অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে পদের এমন গুণ যা কোন পদের জাত্যর্থের অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না কিন্তু পদের মধ্যে সেই গুণগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

অবান্তর লক্ষণ একটি পদ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। একটি পদের কোনো গুণ যদি এমন হয়, যে গুণটি ওই পদের জাত্যর্থের অংশ

https://teachingbd24.com

নয়, জাত্যর্থ থেকে উদ্ভূতও নয়। অর্থাৎ ওই গুণকে পদের জাত্যর্থ থেকে অনুমান করা চলে না কিন্তু গুণটিকে পদের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তবে এ ধরনের গুণকে ওই পদের অবান্তর লক্ষণ বলা হয়। যেমন— 'বহু মানুষের চুল কালো।' এ বাক্যে চুল কালো থাকার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ।

গ উদ্দীপকে আসমা ও নাজমার বক্তব্যে উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং বিধেয়কের নির্দেশ করেছে।

যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাই হচ্ছে বিধেয় এবং উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে সম্পর্ক তাকে বিধেয়ক বলে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় হচ্ছে দুটি পদের নাম আর বিধেয়ক হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম। উদ্দেশ্য ও বিধেয় হলো যুক্তিবাক্যের অংশ। কিন্তু বিধেয়ক হচ্ছে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার সম্পর্ক। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু বিধেয়ক কোনো পদ নয় বলে বিধেয়ক কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা গঠিত নয়। সদর্থক ও নঞর্থক উভয় ধরনের বাক্যেই বিধেয় থাকে। কিন্তু বিধেয়ক থাকে সদর্থক বাক্যে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বিধেয়ক যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের কোন শ্রেণিবিভাগ নেই। কিন্তু বিধেয়কের শ্রেণিবিভাগ আছে। উদ্দীপকে আসমা ও নাজমা উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বিধেয়ক নিয়ে আলোচনা করছিল। যেখানে আসমা বলে, যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাই হচ্ছে বিধেয়। এরপর নাজমা বললো, এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। যাকে আমরা বিধেয়ক বলতে পারি এবং এটি যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুইটি পদের নাম যেখানে বিধেয়ক একটি সম্পর্কের নাম।

ঘ উদ্দীপকে নাজমার ব্যক্তব্যের শেষোক্ত বাক্যটি ছিল, 'তবে এ সম্পর্ক কেবল সদর্থক বাক্যেই থাকে, নঞর্থক বাক্যে নয়।' এ সম্পর্ক বলতে এখানে বিধেয়ককে বোঝানো হয়েছে।

একটি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে সম্পর্ক তাকে বিধেয়ক বলে। বিধেয়ক কোন পদ নয়। এটা একটি সম্পর্কের নাম। বিধেয়ক শুধুমাত্র সদর্থক বাক্যে থাকে। কোন নঞর্থক বাক্যে বিধেয়কের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। আর কোনো নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদ বিধেয় পদ সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে না বলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। আর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সেখানে বিধেয়কের অস্তিত্বও থাকে না। যেমন— 'সকল মানুষ হয় জীব।' এ যুক্তিবাক্যে 'জীব' কথাটি 'মানুষ পদ' সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। এটা একটা সদর্থক বাক্য। যার কারনে এখানে মানুষ ও জীবের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যাকে আমরা বিধেয়ক বলতে পারি। এটা যদি কোনো নঞর্থক বাক্য হতো তবে এখানে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হতো না। তাই বলা যায়, শুধুমাত্র সদর্থক যুক্তিবাক্যেই বিধেয়কের উপস্থিতি থাকে।

উদ্দীপকে নাজমা তার বোনকে বিধেয়ক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে যে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তা কেবল সদর্থক বাক্যেই থাকে। কারণ নঞর্থক বাক্যে কোন সম্পর্ককে স্বীকার করা হয় না। তাই সেখানে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, যেকোনো যুক্তিবাক্যেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের উপস্থিত থাকে। কিন্তু বিধেয়ক শুধুমাত্র সদর্থক বাক্যে থাকে। উদ্দীপকে নাজমার বক্তব্যে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মিসেস রাবেয়া এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ১৯৫২ সালে ২০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রিয় রং নীল। তিনি শুধু সাংসারিক কাজ করতে ভালোবাসেন। অন্যদিকে, মিসেস রুবি মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী গৃহবধূ। তিনি গরিব দুঃখীদের সাহায্য করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করেন এবং কেউ বিপদে পড়লে ভালো মন্দ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসেন।

[চি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪; সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বিধেয়ক কত প্রকার ও কী কী? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ক কি সমার্থক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রাবেয়ার ব্যক্তিত্বে কোন ধরনের বিধেয়কের প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাবেয়া ও রুবির চরিত্রে বিধেয়কের যে দিকগুলো ফুটে উঠে তার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয়ক পাঁচ প্রকার। যথা– ১. জাতি, ২. উপজাতি, ৩. বিভেদক লক্ষণ, ৪. উপলক্ষ ৫. অবান্তর লক্ষণ ।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে রাবেয়ার ব্যক্তিত্বে বিধেয়কের ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণের প্রকাশ পায়।

অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে মানুষের সেসব গুণাবলী যা মানুষের জাত্যর্থের অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না। কিন্তু সেটা মানুষের মধ্যে বর্তমান। আর সে অবান্তর লক্ষণ যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ বলে।

উদ্দীপকে রাবেয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, রাবেয়া ১৯৫২ সালের ২০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রিয় রং নীল এবং তিনি সাংসারিক কাজ করতে ভালোবাসেন। অর্থাৎ রাবেয়ার এই পরিচিতিতে তার জন্ম বৃত্তান্ত, পছন্দ, পেশা প্রকাশ পেয়েছে। রাবেয়ার জন্ম সাল, পরিবার, রুচি, পছন্দ, তার জাত্যর্থের (বুদ্ধিবৃত্তি + জীববৃত্তি) অংশ নয় বা তার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও নয় কিন্তু এই বিষয়গুলো রাবেয়ার মধ্যে বর্তমান এবং তার জন্ম সাল, পরিবার, রুচি, পেশা তার সম্পর্কে নতুন তথ্য দান করছে। তাই এগুলোকে আমরা রাবেয়ার ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ড. যুবরাজ ১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শহিদ বুদ্ধিজীবী। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে তিনি ভালোবাসতেন। যুবরাজ ছিলেন বিচক্ষণ ও হাস্যপ্রিয়।

[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]

ক. বিধেয় কী? ১

খ. লক্ষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে বিচক্ষণ পদটি কোন ধরনের বিধেয়ক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গুণগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা বিধেয় (Predicate)।

খ লক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা একই জাতির অন্তর্গত একটি উপজাতিকে অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে।

যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলে। লক্ষণ হচ্ছে একটি উপজাতির অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী। এই গুণাবলীর কারণে একটি উপজাতিকে অপরাপর উপজাতি থেকে আলাদা করা যায়। যেমন— মানুষের মধ্যে রয়েছে 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক গুণ। অন্যদিকে গরু, ছাগল, কুকুর ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে শুধু 'জীববৃত্তি' নামক গুণটি। এখানে 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক গুণটি 'মানুষ' পদের এটি অতিরিক্ত গুণ। যা মানুষ উপজাতিকে জীব জাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করেছে। সুতরাং একটি উপজাতি সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে ও তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করতে লক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৯ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ নিপু, দীপু ও ইবতি তিন ভাই-বোন। বাবা-মায়ের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়ে নানা রংয়ের পাখি দেখে ওরা খুব আনন্দিত হয়। একই প্রজাতির পাখির মধ্যে আবার নানা রং দেখে বিস্মিত হয়। তখন নিপু ভাবে মানুষের মধ্যেও তো গায়ের রং-এ ভিন্নতা আছে। দীপু হাতি দেখে ইবতিকে বলে, হাতি এত বড় হয়েও মানুষের কাছে পরাভূত। তখন ইবতি বলে, এই জন্যেই তো মানুষ সৃষ্টির সেরা।

[কু. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৪; স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম । প্রশ্ন নং ৭]

ক. বিধেয়ক কাকে বলে? ১

খ. বিধেয় এবং বিধেয়ক এক নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পাখির রং ও মানুষের রং কোন বিধেয়ককে নির্দেশ করছে বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. দীপুর বক্তব্যটি বিধেয়কের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সকল সম্পর্ক থাকতে পারে, সেই সম্পর্কসমূহকে বিধেয়ক বলে।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পাখির রং ও মানুষের গায়ের রং অবান্তর লক্ষণ নামক বিধেয়ককে নির্দেশ করেছে।

যে গুণ বা গুণবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, এমনকি জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত নয়, তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। অবান্তর লক্ষণ কোনো পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত ভিন্ন ধরনের কিছু গুণকে নির্দেশ করে। যেমন, মানুষ হয় বুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ জীব। এই যুক্তিবাক্যে 'শ্বেতাঙ্গ' গুণটি মানুষের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃতও নয়। এই গুণটি সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। কারণ সকল মানুষ শ্বেতাঙ্গ নয়, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষও আছে। তাই এটি অবান্তর লক্ষণ। উল্লেখ্য যে, অবান্তর লক্ষণ কোনো সার্বজনীন গুণ নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তিন ভাইবোন বাবা মায়ের সাথে চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন রঙয়ের পাখি দেখে আনন্দিত হয় এবং একই প্রজাতির পাখির মধ্যে আবার নানা রং দেখে বিস্মিত হয়। এগুলো দেখে তারা মানুষের গায়ের রং- এ ভিন্নতার কথা স্বীকার করে। যা অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে। কারণ 'গায়ের রং' মানুষের অথবা পাখির জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়।

ঘ দীপুর বক্তব্যটি বিভেদক লক্ষণ নামক বিধেয়ককে নির্দেশ করে।

সাধারণভাবে বিভেদক লক্ষণ বলতে বিভেদ বা পার্থক্য করার গুণকে বোঝায়। যে গুণ বা গুণাবলি কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে পৃথক করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে বিভেদক লক্ষণ বলে। বিভেদক লক্ষণ কোনো উপজাতির সারসত্তাকে প্রকাশ করে পাশাপাশি অন্যান্য উপজাতি থেকে আলাদা বলে বিবেচিত হয়। যেমন, মানুষের বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। কারণ এই গুণটি মানুষকে অন্যান্য উপজাতি (গরু, ছাগল, বাঘ) থেকে পৃথক করেছে। উল্লেখ্য যে এই গুণের কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দীপু হাতি দেখে ইবতিকে বলে, হাতি বড় হয়েও মানুষের কাছে পরাভূত। যা বিভেদক লক্ষণকে নির্দেশ করেছে। কেননা হাতির বুদ্ধিবৃত্তি নেই। বুদ্ধিবৃত্তি মানুষ পদের বিভেদ লক্ষণ। কারণ এই গুণটিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিভেদক লক্ষণের কারণে একটি উপজাতি অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক বলে গণ্য। যা উদ্দীপকে দীপুর বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি নামক গুণটি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত করেছে। যেটা মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রুবিনা ও রায়হান সার্কাস দেখতে গেল। সার্কাসে হাতি, ঘোড়া, বাঘ ও সিংহের খেলা দেখার পর রুবিনা বললো, এই পশুগুলো শক্তিশালী হলেও এরা মানুষের বশীভূত। কারণ এদের বশীভূত করার ক্ষমতা মানুষের আছে। রায়হান বললো, আমি তোমার সাথে একমত, অথচ দেখ মানুষ ও এই পশুগুলো একই রকম, একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

[দি. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিধেয় কী? ১

খ. বিধেয়ক কোনো পদ নয় কেন? ২

গ. রুবিনার বক্তব্যে মানুষের কোন গুণটি ফুটে ওঠেছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রায়হানের বক্তব্যে মানুষ ও সার্কাসের অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয় তাকে বিধেয় বলে।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ রুবিনার বক্তব্যে মানুষের বিভেদক লক্ষণের 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক গুণটি ফুটে উঠেছে।

যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে। যেমন 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটা মানুষ উপজাতিকে প্রাণীর অন্যান্য উপজাতি (যেমন— গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি) থেকে পৃথক করে দেখায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত রুবিনার মতে, জগতে অন্যান্য প্রাণী মানুষের বশীভূত। অর্থাৎ তার এই বক্তব্যে 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি গুণটা শুধু মানুষ উপজাতির মধ্যেই আছে অন্যান্য সমজাতীয় উপজাতির মধ্যে নেই। সুতরাং বলা যায়, বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি উভয়ই মানুষের মধ্যে থাকার কারণে অন্যান্য পশুগুলো মানুষের বশীভূত হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. রবিন আকারে ছোটখাটো। কিন্তু সদা হাস্যপ্রিয় এবং যুক্তিবিদ্যার একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। ক্লাসে বিধেয়ক পড়াতে গিয়ে তিনি বললেন, 'জড় এবং জীবন নিয়ে গঠিত এই বিশ্বজগৎ খুবই সুন্দর। জীবজগতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে। জগতের অন্যান্য সব প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, খায়, ঘুমায়, বংশবিস্তার ও জীবনধারণ করে। একসময় তারা মারা যায়। কিন্তু মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা ও বিচারশক্তি দিয়ে প্রাণিজগতে তার শ্রেষ্ঠত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।'

[রা. বো. '১৬ । প্রশ্ন নং ৫]

ক. এরিস্টটলের মতে বিধেয়ক কত প্রকার? ১

খ. বিভেদক লক্ষণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিধেয়কের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক অবান্তর লক্ষণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক এরিস্টটলের মতে বিধেয়ক চার প্রকার।

খ যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে।

বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ। যেমন- মানুষের মধ্যে রয়েছে 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তি' নামক গুণ। অন্যদিকে

Teachingbd24.com

বিভিন্ন প্রাণীর রয়েছে 'জীববৃত্তি' গুণ। এই 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে মানুষ তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক হয়। এজন্য 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণকে মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ বলে।

গ উদ্দীপকে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ যা দ্বারা একটি উপজাতি অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক হয়। যেমন- মানুষ 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে অন্যান্য উপজাতি তথা গরু, ঘোড়া, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী থেকে পৃথক।

উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষক মহোদয় জনাব রবিন ক্লাসে বলেন, মানুষ জগতের অন্যান্য সব প্রাণীর মতো জন্মগ্রহণ করে, খায়, ঘুমায়, বংশবিস্তার ও জীবনধারণ করে। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি শক্তি দিয়ে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থাৎ তিনি বুদ্ধিবৃত্তি গুণের মাধ্যমে মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছেন। যা বিভেদক লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে বিভেদক লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বিধেয়কের পাঁচটি প্রকারভেদ উল্লেখ করা যায়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম যুক্তিবিদ্যায় বিধেয়কের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বিধেয়ককে চার ভাগে ভাগ করেন। গ্রিক দার্শনিক পরফিরি বিধেয়ককে জাতি, উপজাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ এবং অবান্তর লক্ষণ নামক পাঁচটি প্রকরণ করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জীবজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক যেমন 'জাতি' হিসেবে বিবেচ্য তেমনিভাবে 'মানুষ' পদটি জীবের উপজাতি হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও উদ্দীপকে উল্লিখিত 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'চিন্তাশীল প্রাণী', হাস্যপ্রিয়' এই তিনটি পদ দ্বারা যথাক্রমে বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে। অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে এমন একটি গুণ যা জাত্যর্থের অংশ না আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও হয় না। অর্থাৎ অবান্তর লক্ষণ কোনো পদের আবশ্যকীয় গুণ নয়। যেমন- উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষক মহোদয় জনাব রবিন হন হাস্যপ্রিয়। এখানে 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি হলো অবান্তর লক্ষণ। কারণ 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'। 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তির' কোনটিরই অংশ নয়। এজন্য হাস্যপ্রিয় হলো অবান্তর লক্ষণ।

বিধেয়ক হলো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক প্রকাশের একটি প্রকরণ হলো অবান্তর লক্ষণ। যা বিধেয়কের অন্যান্য প্রকরণ থেকে ভিন্ন। কারণ অবান্তর লক্ষণ কোনো আবশ্যকীয় গুণ নয়। এ কারণে উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষক মহোদয়ের 'হাস্যপ্রিয়' বৈশিষ্ট্যকে অবান্তর লক্ষণ বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ যাদের প্রাণ আছে তারা সবাই প্রাণী। মানুষ গরু, পাখি ইত্যাদি। এদের সবার ক্ষুধাতৃষ্ণা উৎপাদন ক্ষমতা আছে। মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক। কারণ মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। জীবন থাকার কারণে আবার গরু জীব শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বিধেয়ক কী? ১

খ. নঞর্থক বাক্যে বিধেয়কের প্রশ্ন অবান্তর কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে মানুষ, গরু, পাখি শ্রেণির গুণাবলি কোন ধরনের বিধেয়ক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী মানুষ, গরু শ্রেণি ও জীবের মধ্যে যে ধরনের বিধেয়কের উল্লেখ পাওয়া যায় তার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক বহন করে তাকেই বলা হয় বিধেয়ক।

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

বিধেয়ক হচ্ছে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার এক প্রকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে তৈরি হয়। তাই সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে। নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে। এজন্য নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না। যেহেতু নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাই নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

গ উদ্দীপকে মানুষ, গরু ও পাখি শ্রেণির মধ্যে উপলক্ষণ নামক বিধেয়কের নির্দেশনা পাওয়া যায়।

যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থের অংশ না কিন্তু গুণটি অনিবার্যভাবে সেই জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। অর্থাৎ একটি পদের 'উপলক্ষণ' বলতে সেই পদের জাত্যর্থের বাইরে কোনো সাধারণ ও অনিবার্য গুণকেই বুঝিয়ে থাকে। যেমন- 'বিবেকসম্পন্ন' গুণটি 'মানুষ' পদের জাত্যর্থের অংশ নয়,কিন্তু এ গুণটি 'বুদ্ধিবৃত্তি' জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে বলে এটা উপলক্ষণ।

উদ্দীপকে মানুষ, গরু ও পাখির ক্ষুধা-তৃষ্ণা উৎপাদনের ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা গুণ এদের জাত্যর্থের অংশ নয় কিন্তু জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়। তাই ক্ষুধা তৃষ্ণাকে উপলক্ষণ নামক বিধেয়কে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মানুষের ক্ষেত্রে বিভেদক লক্ষণ এবং গরু ও জীবের মধ্যে জাতি-উপজাতি নামক বিধেয়কের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যে গুণ বা গুণাবলি কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে আলাদা করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে বিভেদক লক্ষণ বলে। অর্থাৎ বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে কোনো উপজাতির এমন গুণ বা গুণাবলি যা তার সারসত্তাকে প্রকাশ করে এবং অন্য উপজাতি থেকে তাকে পৃথক করে। অন্যদিকে কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যে দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে বেশি ব্যক্ত্যর্থপূর্ণ শ্রেণিকে জাতি এবং তার অন্তর্গত কম ব্যক্ত্যর্থপূর্ণ শ্রেণিকে উপজাতি বলে।

উদ্দীপকে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে যা মানুষের বিভেদক লক্ষণ। অন্যদিকে জীব জাতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গরু উপজাতি নামক বিধেয়কের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে উপজাতির সারসত্তা বা জাত্যার্থের অংশ। অন্যদিকে জাতি তার ব্যক্ত্যর্থ দ্বারা উপজাতির ব্যক্ত্যর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং বিভেদক লক্ষণ এবং উপজাতির মধ্যে গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সকল দার্শনিক হয় মানুষ। আমিনুল ইসলাম একজন দার্শনিক। তিনি ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৌতুকপ্রিয়। কৌতুকপ্রিয়তার কারণে তিনি সকলের নিকট জনপ্রিয়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জাতি কী? ১

খ. কোন ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৪৫ সালের ১ জানুয়ারি কোন ধরনের বিধেয়কে নির্দেশ করে? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৌতুকপ্রিয় কোন ধরনের বিধেয়ক? তার শ্রেণিবিভাগ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি শ্রেণিবাচক পদ পরস্পরের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় যদি একটি পদ ব্যাপক এবং অন্য পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে ওই ব্যাপক পদটিকে পদের 'জাতি' বলে।

https://teachingbd24.com

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (Negative Proposition) ও বিশিষ্ট পদে (Individual Term) বিধেয়ক (Predicables) থাকে না।

নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য (Subject) পদের সাথে বিধেয় (Predicate) পদের সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। তাই এরূপ যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না। যেমন: 'সকল ফুল নয় লাল'। এখানে ফুলের সাথে লাল রঙের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আবার, যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয়টি 'বিশিষ্ট পদ' (Individual Term) সেখানে বিধেয়ক থাকে না। যেমন: জীবনানন্দ দাশ, সূর্য, ঢাকা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে সাবিনা আক্তারের জন্মতারিখ হচ্ছে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

অবান্তর লক্ষণ (Accidens) হচ্ছে পদের (Term) এমন গুণ যা কোনো পদের জাত্যর্থের (Connotation) অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, কিন্তু পদের মধ্যে সেই গুণগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— বহু মানুষের চুল কালো। এ বাক্যে চুল কালো হওয়ার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ এবং ২. ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। ব্যক্তির যে গুণগুলো তার মধ্যে সর্বদা এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন— ব্যক্তির জন্মতারিখ, বংশ পরিচয় ইত্যাদি।

উদ্দীপকে আমিনুল ইসলাম ১৯৪৫ সালের ১ লা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মতারিখ ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ, সে ইচ্ছা করলেই নিজ থেকে এ বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। এ বিষয়গুলো সর্বদা অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে।

ঘ উদ্দীপকে কৌতুকপ্রিয়তা হলো অবান্তর লক্ষণ। নিচে অবান্তর লক্ষণের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করা হলো।

যে গুণ বা গুণসমষ্টি কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিংবা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়েও আসে না, তা-ই অবান্তর লক্ষণ। যেমন— মানুষের 'সংগীতপ্রিয়তা', 'হাস্যপ্রিয়তা' গুণগুলো হলো অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে চারভাগে ভাগ করা যায় যথা—

ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ব্যক্তির রুচি, পোশাক, পেশা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ব্যক্তির জন্মস্থান, বংশ পরিচয় ইত্যাদি। শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- মানুষ শ্রেণির কালো চুল। শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ঘোড়া শ্রেণির চতুষ্পদ গুণ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনুল ইসলাম ছিলেন কৌতুকপ্রিয় একজন মানুষ। এখানে তার 'কৌতুকপ্রিয়তা' গুণটি হলো অবান্তর লক্ষণ কারণ, এই গুণ কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ না বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়েও আসে না।

সুতরাং, আমিনুল ইসলামের 'কৌতুকপ্রিয়তা' গুণটি হলো অবান্তর লক্ষণ বিধেয়ক।

প্রশ্ন ▶ ২০ আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, "হিন্দু-মুসলমান হলেও আমরা বাঙালি জাতি"।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জাতি কাকে বলে? ১

খ. নঞর্থক যুক্তিবাক্যে কেন বিধেয়ক থাকে না? ২

গ. কবি নজরুল সম্পর্কে বর্ণিত বাক্যটিতে তাঁর কোন কোন বিধেয়কের উল্লেখ আছে? ৩

ঘ. নজরুলের মন্তব্যটির মধ্যে যে দুটি বিধেয়কের ইঙ্গিত আছে সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি শ্রেণিবাচক পদ পরস্পরের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় যদি একটি পদ ব্যাপক এবং অন্য পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে ওই ব্যাপক পদটিকে পদের 'জাতি' (Genus) বলে।

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

বিধেয়ক হচ্ছে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার এক প্রকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে তৈরি হয়। তাই সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে। নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে। এজন্য নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না। যেহেতু নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাই নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

গ উদ্দীপকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মতারিখ হচ্ছে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

অবান্তর লক্ষণ (Accidens) হচ্ছে পদের (Term) এমন গুণ যা কোনো পদের জাত্যর্থের (Connotation) অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, কিন্তু পদের মধ্যে সেই গুণগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— বহু মানুষের চুল কালো। এ বাক্যে চুল কালো হওয়ার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ এবং ২. ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। ব্যক্তির যে গুণগুলো তার মধ্যে সর্বদা এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- ব্যক্তির জন্মতারিখ, বংশ পরিচয় ইত্যাদি।

উদ্দীপকে কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মতারিখ ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ, সে ইচ্ছা করলেই নিজ থেকে এ বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। এ বিষয়গুলো সর্বদা অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে।

ঘ নজরুলের মন্তব্যের মধ্যে জাতি এবং উপজাতি নামক বিধেয়কের ইঙ্গিত আছে।

জাতি ও উপজাতি উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ। কেননা জাতি বা উপজাতি বলতে নির্দিষ্ট একটা শ্রেণিকে বোঝায়। জাতি হতে হলে তার সাথে উপজাতি থাকতে হয় এবং উপজাতি হতে হলে তার সাথে জাতি থাকতে হয়। অর্থাৎ একটির অর্থ অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। তাই উভয়ই সাপেক্ষ পদ। আবার জাতি ও উপজাতি উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ বলে এই পদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্ত্যর্থ রয়েছে। নির্দিষ্ট ব্যক্ত্যর্থের কারণেই পদগুলো জাতি বা উপজাতি বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে জাতির ব্যক্ত্যর্থ উপজাতির ব্যক্ত্যর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ জাতির ব্যক্ত্যর্থ উপজাতির ব্যক্ত্যর্থের চেয়ে বেশি। কিন্তু জাত্যর্থের দিক থেকে উপজাতির জাত্যর্থ বেশি এবং জাতির জাত্যর্থ কম। ফলে এক্ষেত্রে উপজাতি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

জাতি ও উপজাতির কিছু ধরনের মাধ্যমে এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করা যায়। যেমন- বৃহত্তম জাতি, ক্ষুদ্রতম উপজাতি, মধ্যবর্তী জাতি, মধ্যবর্তী উপজাতি, নিকটতম বা আসন্নতম জাতি, নিকটতম বা আসন্নতম উপজাতি। ব্যক্ত্যর্থের দিক দিয়ে জাতি উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু জাত্যর্থের দিক দিয়ে উপজাতি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। 'জীব' ও 'মানুষ' পদ দু'টির মধ্যে 'জীব' পদটি জাতি এবং 'মানুষ' পদটি উপজাতি। এদের মধ্যে ব্যক্ত্যর্থের বিচারে 'জীব' পদটি বেশি ব্যাপক এবং 'মানুষ' পদটি কম ব্যাপক। তাই জীব পদটি 'মানুষ' পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু জাত্যর্থের দিক দিয়ে জীব পদের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' এবং 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' এবং 'বুদ্ধিবৃত্তি'। এদিক থেকে মানুষ পদটি জীব পদকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং, জাতি ও উপজাতি একটিকে ছাড়া অন্যটি অস্তিত্বশীল নয়। তাই এদের মধ্যে অনিবার্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ দৃশ্যপট-১: মানুষ → ধার্মিক মানুষ → পরোপকারী মানুষ → পিটার

দৃশ্যপট-২: মিস জ্যামিলিয়া একজন বিবেচক নারী। তিনি সর্বদা অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। সমাজে ন্যায্যতার ধারক।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিধেয়ক কিসের নাম? ১

খ. ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে উপজাতিগুলো জাতির অন্তর্ভুক্ত - কেন? ২

গ. মিস জ্যামিলিয়ার ব্যক্তিত্বে কোন বিধেয়ক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যপট ১ এ মানুষ ও পরোপকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো এবং এগুলোর সজো ধার্মিক মানুষের সম্পর্ক কী? ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয়ক সম্পর্কের নাম।

খ জাতি ও উপজাতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ। উপজাতি নিয়ে জাতি গঠিত হয়। উপজাতি না থাকলে কোন পদই জাতি হতে পারে না। আবার উপজাতি হতে হলেও তার কোনো না কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। তাছাড়া জাতি ও উপজাতি ব্যক্ত্যর্থযুক্ত পদ। জাতি ও উপজাতি শ্রেণিবাচক পদ বিধায় এই পদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্ত্যর্থ রয়েছে। ব্যক্তর্থের কারণে উপজাতিগুলো জাতির অন্তর্ভুক্ত।

গ মিস জ্যামিলিয়ার ব্যক্তিত্বে অবান্তর লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃতও নয়। তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। অর্থাৎ অবান্তর লক্ষণ কোনো পদের জাত্যর্থের অতিরিক্ত ভিন্ন ধরনের কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। যেমন : মানুষ হলো বুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় জীব। এই যুক্তিবাক্যে 'শান্তিপ্রিয়' গুণটি মানুষের জাত্যর্থের অংশ নয়, জাত্যর্থ থেকে নি:সৃতও নয়। তাই এটি অবান্তর লক্ষণ।

উদ্দীপকে মিস জ্যামিলিয়ার একটি গুণ 'সহানুভূতিশীল।' এ গুণটি মানুষের জাত্যর্থের অংশ নয়, জাত্যর্থ থেকে নি:সৃত ও নয়। এমনকি এই গুণটি সকল মানুষের ক্ষেত্রে– প্রযোজ্যও নয়। তাই এটি অবান্তর লক্ষণ।

ঘ দৃশ্যপট -১ এ মানুষ ও পরোপকারী মানুষ পদ দুটি যথাক্রমে জাতি ও উপজাতিকে নির্দেশ করে।

জাতি ও উপজাতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ। জাতি ও উপজাতি একে অন্যের সাথে অস্তিত্বের দিকে থেকে নির্ভরশীল। এদের কোনোটিই এককভাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। জাতি হতে হলে তার সাথে উপজাতি থাকতে হয় এবং উপজাতি হতে হলে তার সাথে জাতি থাকতে হয়।

উদ্দীপকে মানুষ ও পরোপকারী মানুষ পদ দুটির মধ্যে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেশি। কিন্তু পরোপকারী মানুষ পদটি ব্যক্ত্যর্থের দিক দিয়ে মানুষ পদ থেকে কম।

আবার, ধার্মিক মানুষ' পদটি মানুষের একটা অবান্তর লক্ষণ। কেননা এটি জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে নি:সৃত ও নয়। এমনকি গুণটি সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। তাই এটি অবান্তর লক্ষণ।

পরিশেষে বলা যায়, জাতি ও উপজাতির মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য যাই থাকুক না কেন এদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ২২ দৃশ্যকল্প ১: ফল হিসেবে পেয়ারা, লেবু ও আমড়া চাষ করে রতন মিয়া উপার্জন করেন।

দৃশ্যকল্প ২: বকুল কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।

দৃশ্যকল্প ৩: আফ্রিকার নিগ্রোদের গায়ের রং কালো।

[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৬]

ক. বিভেদক লক্ষণ কী? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২

গ. দৃশ্যকল্প ১ এ পেয়ারা, লেবু ও আমড়ার তুলনায় ফল শ্রেণি কোন ধরনের বিধেয়ককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অবান্তর লক্ষণের দিক হতে দৃশ্যকল্প ২ ও দৃশ্যকল্প ৩ কীভাবে পৃথক? বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে গুণ বা গুণাবলি কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে আলাদা করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে বিভেদক লক্ষণ বলে।

খ বিধেয় হলো কোনো বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়। অন্যদিকে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধকে বিধেয়ক বলে।

বিধেয় ও বিধেয়ক দু'টি ভিন্ন বিষয় হওয়ায় এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যার তিনটি পার্থক্য হলো- প্রথমত, কোনো যুক্তিবাক্যের বিধেয় মূর্ত থাকে কিন্তু বিধেয়ক বিমূর্ত থাকে। দ্বিতীয়ত, যুক্তিবাক্যে বিধেয় হলো অবিচ্ছেদ্য অংশ বিপরীত পক্ষে বিধেয়ক কোনো যুক্তিবাক্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। তৃতীয়ত, সদর্থক নঞর্থক যেকোনো বাক্যে বিধেয় থাকে কিন্তু বিধেয়ক শুধুমাত্র সদর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে থাকে।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ পেয়ারা, লেবু ও আমড়ার তুলনায় ফল শ্রেণি 'জাতি' নামক বিধেয়ককে নির্দেশ করে।

দুটি শ্রেণিবাচক পদ যদি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে, ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় একটি পদ বৃহত্তর ও অন্যটি ক্ষুদ্রতর এবং বৃহত্তর পদটি ক্ষুদ্রতর পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাহলে বৃহত্তর পদটিকে ক্ষুদ্রতর পদের জাতি বলা হয়। যেমন: জীব ও মানুষ এ দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে জীবের ব্যক্ত্যর্থ বেশি এবং মানুষের ব্যক্ত্যর্থ কম। এ ক্ষেত্রে 'জীব' পদকে মানুষ পদের জাতি হিসেবে পরিগণিত।

উদ্দীপকে ১নং চিত্রে জীব জাতি তার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাণীর সমন্বয়ে গঠিত। কারণ জীবের মধ্যে- মানুষ, গরু, জাতি, হরিণ, বাঘ, সিংহ, গাধা নামক প্রাণী আছে। অর্থাৎ জগতে যত প্রাণীর জীববৃত্তি গুণটি আছে তাদের সকলের সমষ্টি হচ্ছে জীব। এ কারণে জীব হলো জাতি এবং অন্যান্য প্রাণী হলো উপজাতি। আর উদ্দীপকে ১নং চিত্রে এই জীব ও উপজাতির সম্পর্কই বিধেয়কের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প ২ ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ এবং দৃশ্যকল্প ৩ শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে।

যে অবান্তর লক্ষণ কোনো ব্যক্তিবিশেষের বেলায় সর্বদা অপরিবর্তনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষন বলে। যেমন: ব্যক্তির জন্মস্থান, জন্মের তারিখ, বংশ পরিচয় ইত্যাদি। অপরদিকে, যে অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে সবসময় উপস্থিত থাকে, তাকে শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন: ঘোড়ার ক্ষেত্রে 'চতুষ্পদ' কথাটি শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প ২ এ বলা হয়েছে, 'বকুল কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।' বকুলের এই বৈশিষ্ট্যটি অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ কোনোভাবেই তার জন্মস্থান পরিবর্তন হবে না। এ কারণেই এটি ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। অন্যদিকে, দৃশ্যকল্প ৩ এ বলা হয়েছে- 'আফ্রিকার নিগ্রোদের গায়ের রং কালো।' আফ্রিকার নিগ্রোদের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয়। তাই এটি শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কেননা তাদের গায়ের রং অপরিবর্তনীয়।

সুতরাং ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ ও শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, একটি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এবং অন্যটি শ্রেণির ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচার শক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ। *[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক কী? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম বাক্যটিতে কোন ধরনের বিধেয়কের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটিতে বর্ণিত গুণগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধেয়কগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সাথে যে সম্পর্ক নির্দেশ করে, তাকে বিধেয়ক বলে।

খ বিধেয় (Predicate) হচ্ছে একটি পদ এবং বিধেয়ক (Predicables) একটি সম্পর্কের নাম বিধায় এরা সমার্থক নয়।
যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকেই বলে বিধেয়। যেমন— মানুষ হয় দ্বিপদী। এ যুক্তিবাক্যে 'দ্বিপদী' কথাটি 'মানুষ' পদ সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই 'দ্বিপদী' পদটি বিধেয় পদ। কিন্তু এই যুক্তিবাক্যে মানুষ ও দ্বিপদী পদের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে বলা হয় বিধেয়ক। সুতরাং বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয়। বিধেয় হচ্ছে একটি পদ। অপরদিকে, বিধেয়ক হলো একটি সম্পর্কের নাম।

গ উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ হচ্ছে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ।
অবান্তর লক্ষণ (Accidens) হচ্ছে পদের (Term) এমন গুণ যা কোনো পদের জাত্যর্থের (Connotation) অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, কিন্তু পদের মধ্যে সেই গুণগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন— বহু মানুষের চুল কালো। এ বাক্যে চুল কালো হওয়ার গুণটি মানুষ পদের অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ এবং ২. ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। ব্যক্তির যে গুণগুলো তার মধ্যে সর্বদা এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- ব্যক্তির জন্মতারিখ, বংশ পরিচয় ইত্যাদি।
উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মতারিখ ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ, সে ইচ্ছা করলেই নিজ থেকে এ বৈশিষ্ট্য আলাদা করতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। এ বিষয়গুলো সর্বদা অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে।

ঘ উদ্দীপকে শেষ বাক্যটির 'বুদ্ধিমান' গুণটি বিভেদক লক্ষণ এবং 'বিচার শক্তিসম্পন্ন' গুণটি উপলক্ষণ।
বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ যা দ্বারা একটি উপজাতিকে অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়। যেমন— মানুষ 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে অন্যান্য উপজাতি তথা গরু, ঘোড়া, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী থেকে পৃথক। অন্যদিকে, যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থের অংশ না কিন্তু গুণটি অনিবার্যভাবে সেই জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। অর্থাৎ একটি পদের উপলক্ষণ বলতে সেই পদের জাত্যর্থের বাইরে কোনো সাধারণ ও অনিবার্য গুণকে বোঝানো হয়। যেমন—'বিবেকসম্পন্ন' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিন্তু এ গুণটি 'বুদ্ধিবৃত্তি' জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে বলে এটা উপলক্ষণ।
উদ্দীপকে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বুদ্ধিমান গুণটি হলো বিভেদক লক্ষণ এবং বিচার শক্তিসম্পন্ন গুণটি হলো উপলক্ষণ। কারণ বিচার শক্তিসম্পন্ন গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে নিঃসৃত।
সুতরাং, বুদ্ধিমান এবং বিচারশক্তিসম্পন্ন গুণ দুটির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক হলো এদের প্রথমটি জাত্যর্থ এবং দ্বিতীয়টি জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ জন্মগ্রহণ করে, খায়, ঘুমায় এবং মৃত্যুবরণ করে। তবে চিন্তাশক্তিই তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধেয়ক বলতে কী বোঝ? ১

খ. এরিস্টটলের মতে, বিধেয়ক কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. কোন গুণটি মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে? তা কোন প্রকার বিধেয়ক, উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জাতি ও উপজাতি পার্থক্য কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয়ক বলতে কোনো যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের সম্পর্ককে বুঝায়।

খ এরিস্টটলের মতে বিধেয়ক চার প্রকার।
বিধেয়ের সাথে উদ্দেশ্যের কত প্রকার সম্বন্ধ হতে পারে, এদিকে লক্ষ রেখে যুক্তিবিদ এরিস্টটল বিধেয়কের শ্রেণিবিভাগ করার চেষ্টা করেন। এরিস্টটলের মতে বিধেয়ক চার প্রকার, যথা- ১. সংজ্ঞা ২. জাতি ৩. উপলক্ষণ ও ৪. অবান্তর লক্ষণ।

গ বুদ্ধিবৃত্তি/চিন্তাশক্তি গুণটি মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে এবং তা বিভেদক লক্ষণ বিধেয়ক।
যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে। বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ যা দ্বারা একটি উপজাতি অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক হয়। যেমন- মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি গুণের কারণে অন্যান্য উপজাতি তথা গরু, ঘোড়া, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণি থেকে পৃথক।
উদ্দীপকে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মত জন্মগ্রহণ করে, খায়, ঘুমায় এবং মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি দিয়ে প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থাৎ মানুষ চিন্তাশক্তি গুণের মাধ্যমে নিজেকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে যা বিভেদক লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আলোচনায় জাতি ও উপজাতি নামক বিধেয়কের প্রতিফলন ঘটেছে। যাদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান।
প্রথমত, জাতি হলো একটি ব্যাপকতর শ্রেণি, যা সংকীর্ণতর শ্রেণিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন- সব মানুষ হয় প্রাণী। এ বাক্যে 'প্রাণী' বিধেয় পদটি 'সব মানুষ' উদ্দেশ্য পদের সাথে সম্বন্ধের দিক থেকে 'জাতি' নামক বিধেয়ক হবে। কারণ 'প্রাণী' পদের ব্যক্ত্যর্থ সব মানুষের চেয়ে বেশি এবং মানুষের ব্যক্ত্যর্থ 'প্রাণী' পদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উপজাতিটি হলো জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি সংকীর্ণ শ্রেণি। যেমন- 'প্রাণীকুলের অন্যতম অংশ হলো মানুষ।' এ বাক্যে 'মানুষ' বিধেয় পদটি 'প্রাণী' উদ্দেশ্য পদের সাথে সম্বন্ধের দিক থেকে 'উপজাতি' নামক বিধেয়ক হবে। কারণ 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ সব প্রাণীদের চেয়ে নিঃসন্দেহে কম এবং 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ প্রাণী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।
দ্বিতীয়ত, জাত্যর্থের দিক থেকে জাতি ছোট। অপরদিকে, জাত্যর্থের দিক থেকে উপজাতি বড়। যেমন 'জীব' পদটি 'মানুষ' পদটির উপজাতি কারণ জীবের জাত্যর্থ শুধু 'জীববৃত্তি' কিন্তু মানুষ উপজাতির জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি।'
তৃতীয়ত, জাতিকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে উপজাতি পাওয়া যাবে। অপরদিকে, উপজাতিকে ভাগ করলে দেখা যাবে উপজাতি নিজেই জাতি হয়ে যাবে এবং এর অন্তর্গত শ্রেণিকে উপজাতি বলতে হবে।
উদ্দীপকের প্রথমাংশে জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশকে নির্দেশ করে।
সুতরাং বলা যায়, জাতি ও উপজাতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে গভীর ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটি চিন্তা করা যায় না।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৫ সুহা কলেজে পড়ে। সে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও সদা হাস্যপ্রিয়। সে লেখাপড়ার পাশাপাশি ভালো গান গায় ও কবিতা আবৃত্তি করে। এসব গুণের কারণে সহপাঠী ও শিক্ষকগণ তাকে খুব পছন্দ করে।

[আহমদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জাতি কী? ১

খ. বিধেয় ও বিধেয়ককে কী অভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সুহার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন গুণটি কোন ধরনের বিধেয়ক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুহার হাস্যপ্রিয় গুণটি কোন ধরনের বিধেয়ক তা উল্লেখপূর্বক এর শ্রেণিবিভাগগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি শ্রেণিবাচক পদ পরস্পরের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যক্ত্যর্থের বিবেচনায় যদি একটি পদ ব্যাপক এবং অন্য পদটিকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে ওই ব্যাপক পদটিকে পদের 'জাতি' (Genus) বলে।

খ বিধেয় (Predicate) হচ্ছে একটি পদ এবং বিধেয়ক (Predicables) একটি সম্পর্কের নাম বিধায় এরা সমার্থক নয়।

যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকেই বলে বিধেয়। যেমন— মানুষ হয় দ্বিপদী। এ যুক্তিবাক্যে 'দ্বিপদী' কথাটি 'মানুষ' পদ সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই 'দ্বিপদী' পদটি বিধেয় পদ। কিন্তু এই যুক্তিবাক্যে মানুষ ও দ্বিপদী পদের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে বলা হয় বিধেয়ক। সুতরাং বিধেয় ও বিধেয়ক এক নয়। বিধেয় হচ্ছে একটি পদ। অপরদিকে, বিধেয়ক হলো একটি সম্পর্কের নাম।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুহার 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন' গুণটি হলো উপলক্ষণ (Proprium)।

যে গুণ জাত্যর্থের অংশ নয় কিন্তু অনিবার্যভাবে জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। উপলক্ষণ গুণটি জাত্যর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়েও জাত্যর্থের ওপর নির্ভরশীল এবং জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে আসে। যেমন— 'বিচক্ষণতা' গুণটি মানুষ পদের একটি উপলক্ষণ।

উদ্দীপকের সুহার 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন' গুণটিকে আমরা উপলক্ষণ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। কারণ, মানুষের জাত্যর্থ হচ্ছে 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি', আর 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন' গুণটি মানুষের জাত্যর্থের অংশ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত। তাই 'বিচার বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন' গুণটিকে উপলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে সুহার হাস্যপ্রিয় গুণটি হলো অবান্তর লক্ষণ।

যে গুণ বা গুণসমষ্টি কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিংবা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়েও আসে না, তা-ই অবান্তর লক্ষণ। যেমন— মানুষের 'সংগীতপ্রিয়তা', 'হাস্যপ্রিয়তা' গুণগুলো হলো অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে চারভাগে ভাগ করা যায় যথা—

ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ব্যক্তির রুচি, পোশাক, পেশা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ব্যক্তির জন্মস্থান, বংশ পরিচয় ইত্যাদি। শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- মানুষ শ্রেণির কালো চুল। শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন- ঘোড়া শ্রেণির চতুষ্পদ গুণ।

উদ্দীপকের সুহার হাস্যপ্রিয়তা গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা অবান্তর লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, সুহার 'হাস্যপ্রিয়তা' গুণটির বিধেয়ক হলো অবান্তর লক্ষণ।

প্রশ্ন ▶২৬ "মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত, দ্বিপদ প্রাণী"।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৫]

ক. পরফিরির মতে বিধেয়ক কয় প্রকার? ১

খ. বিভেদক লক্ষণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মানুষ ও প্রাণী পদের মধ্যে কোন ধরনের বিধেয়কের সম্পর্ক রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানুষের শিক্ষিত ও দ্বিপদ গুণটি কী ধরনের বিধেয়ক? পাঠ্যবইয়ের আলোকে এর প্রকার ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরফিরির মতে বিধেয়ক পাঁচ প্রকার।

খ যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে।

বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ। যেমন- মানুষের মধ্যে রয়েছে 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তি' নামক গুণ। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাণীর রয়েছে 'জীববৃত্তি' গুণ। এই 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে মানুষ তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক হয়। এজন্য 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণকে মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ বলে।

গ উদ্দীপকে মানুষ ও প্রাণী পদের মধ্যে যথাক্রমে উপজাতি ও জাতি-এ দুই ধরনের বিধেয়কের সম্পর্ক রয়েছে।

'জাতি' ও 'উপজাতি' দুটি শব্দই যুক্তিবিদ্যায় জাতিবাচক। অর্থাৎ উভয়ই কোনো ব্যক্তিকে নয়, জাতিকে বোঝায়। কিন্তু জাতি ও উপজাতির মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, দুটি জাতিবাচক শব্দের মধ্যে যেটির ব্যক্ত্যর্থের পরিধি অপরটির চেয়ে বৃহত্তর সেই শব্দ বা পদটিকে অপর পদের জাতি বলে। আবার দুটি পদের মধ্যে যে পদটির ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণ অপরটির চেয়ে সংকীর্ণতর, সেই পদটিকে বৃহত্তর পদটির উপজাতি বলে। যেমন— 'জীব' এবং 'মানুষ' দুটি পদই জাতিবাচক। এ দুটি পদকে তাদের ব্যক্ত্যর্থের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে 'মানুষ' পদের চেয়ে 'জীব' পদের ব্যক্ত্যর্থ অধিক। সুতরাং সংজ্ঞা অনুযায়ী 'জীব' পদটিকে 'মানুষ' পদের জাতি এবং 'মানুষ' পদটিকে 'জীব' পদের উপজাতি বলা হয়। যুক্তিবিদ্যায় জাতি ও উপজাতি শব্দ দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি ব্যতীত অন্যটি অর্থশূন্য।

জাতি ও উপজাতি দুটি সাপেক্ষ পদ। একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোনো জাতির অন্তর্গত উপজাতিগুলো বাদ দিলে যেমন জাতি বলা যায় না, তেমনিভাবে কোনো উপজাতি যে জাতির অন্তর্গত সেই জাতির কথা বাদ দিলে উপজাতিকে আর উপজাতি বলা যায় না। সম্পর্কভেদে একই পদ জাতি ও উপজাতি দুই-ই হতে পারে। 'মানুষ' পদটি 'জীব' পদের তুলনায় যেমন উপজাতি, তেমনি 'সৎ মানুষ' পদের তুলনায় 'জাতি'।

অবস্থানের দিক থেকে 'জাতি' ও 'উপজাতি' ভিন্ন। ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে উপজাতিগুলো জাতির অন্তর্গত কিন্তু জাত্যর্থের দিক থেকে যে যেকোনো জাতি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন— 'জীব' ও 'মানুষ' পদের মধ্যে ব্যক্ত্যর্থের দিক দিয়ে জীব বড় কিন্তু জাত্যর্থের দিক দিয়ে মানুষ বড়। কারণ জীবের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি আর মানুষের জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি'।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত মানুষের 'শিক্ষিত' ও 'দ্বিপদ' গুণটি হলো অবান্তর লক্ষণ।

যে গুণ বা গুণসমষ্টি কোনো পদের জাত্যর্থের অংশ নয়, কিংবা জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়েও আসে না, তা-ই অবান্তর লক্ষণ। যেমন— মানুষের 'সংগীতপ্রিয়তা', 'হাস্যপ্রিয়তা' গুণগুলো হলো অবান্তর লক্ষণ। অবান্তর লক্ষণকে চারভাগে ভাগ করা যায় যথা—

ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন— ব্যক্তির রুচি, পোশাক, পেশা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন— ব্যক্তির জন্মস্থান, বংশ পরিচয় ইত্যাদি। শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন— মানুষ শ্রেণির কালো চুল। শ্রেণিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। যেমন— ঘোড়া শ্রেণির চতুষ্পদ গুণ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষিত, দ্বিপদ প্রাণী' বক্তব্যে 'শিক্ষিত' গুণটি ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য এবং 'দ্বিপদ' গুণটি ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে। এ ধরনের সকল গুণই অবান্তর লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, উদ্দীপকের বক্তব্যের বিধেয়ক হলো অবান্তর লক্ষণ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ X ও Y সার্কাস দেখতে গেল। সার্কাসে বিভিন্ন পশু যেমন- হাতি, ঘোড়া, বাঘ ও সিংহের খেলা দেখার পর X বলল, "এই পশুগুলো শক্তিশালী হলেও এরা মানুষের বশীভূত। কারণ এদের বশীভূত করার ক্ষমতা মানুষের আছে।" Y বলল, "আমি তোমার সাথে একমত। অথচ দেখ মানুষ ও এই পশুগুলো একই রকম। একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।"

[কুমিল্লা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিধেয় কী? ১

খ. বিধেয়ক কোন পদ নয় কেন? ২

গ. X এর বক্তব্যে মানুষের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. Y এর বক্তব্যে মানুষ ও সার্কাসের অন্যান্য প্রাণির মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিধেয় বলে।

খ বিধেয়ক (Predicables) কোনো পদ নয়, কারণ বিধেয়ক হলো একটি সম্পর্কের নাম।

যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্কের নাম বিধেয়ক। এ কারণেই বিধেয়ক কোনো পদ নয়। যেমন: 'সকল দার্শনিক হন সৃজনশীল'। এখানে 'দার্শনিক' উদ্দেশ্য পদের সাথে 'সৃজনশীল' বিধেয় পদের যে সম্পর্ক তাই হলো বিধেয়ক।

গ X এর বক্তব্যে মানুষের বিভেদক লক্ষণের 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক গুণটি ফুটে উঠেছে।

যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে। যেমন 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটা মানুষ উপজাতিকে প্রাণীর অন্যান্য উপজাতি (যেমন— গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি) থেকে পৃথক করে দেখায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'X'-এর মতে, জগতে অন্যান্য প্রাণী মানুষের বশীভূত। অর্থাৎ তার এই বক্তব্যে 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি গুণটা শুধু মানুষ উপজাতির মধ্যেই আছে অন্যান্য সমজাতীয় উপজাতির মধ্যে নেই। সুতরাং বলা যায়, বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি উভয়ই মানুষের মধ্যে থাকার কারণে অন্যান্য পশুগুলো মানুষের বশীভূত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় দুটি হলো জাতি ও উপজাতি। এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

জাতি ও উপজাতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ই শ্রেণিবাচক পদ। উভয়েরই বিশেষ বিশেষ সদস্য রয়েছে। তবে জাতি ও উপজাতি একে অন্যের সাথে অস্তিত্বের দিক থেকে নির্ভরশীল। এদের কোনোটিই এককভাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। জাতি হতে হলে তার সাথে উপজাতি থাকতে হয় এবং উপজাতি হতে হলে তার সাথে জাতি থাকতে হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো দুটি শ্রেণিবাচক পদের একই যুক্তিবাক্যে অবস্থানের ফলেই এদের জাতি-উপজাতি সম্পর্ক নির্ধারিত হতে পারে। এককভাবে এদেরকে জাতি-উপজাতি আখ্যা দেওয়া কঠিন। কেননা কোনো পদ এককভাবে জাতি হতে পারে না আবার উপজাতিও হতে পারে না। যেমন: 'জীব' পদটির তুলনায় মানুষ একটি উপজাতি। অন্যদিকে, সৎমানুষ, দার্শনিক, কবি ইত্যাদি পদের তুলনায় 'মানুষ' একটি জাতি। তাই যুক্তিবিদ্যায় জাতি ও উপজাতিকে কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত দুটি শ্রেণিবাচক পদের তুলনামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

সুতরাং, ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জাতি ও উপজাতির আন্তঃসম্পর্ক হলো এরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। একটি ছাড়া অপরটি অস্তিত্বশীল হয় না।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মানুষ সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। বুদ্ধিবৃত্তির কারণেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে আখ্যায়িত করা হয়। সর্বশীর্ষে মানুষের স্থান দেওয়া হয়েছে। এ গুণটির জন্য মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা, পৃথক ও স্বতন্ত্র। ক্ষুধা, তৃষ্ণা যেমন মানুষের সহজাত, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি গুণও অপরিহার্য ও অনিবার্য। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ তার বাস্তব জীবনের চিরসাথি এবং মৃত্যুও তার জন্য অনিবার্য। কোনো মানুষই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও মৃত্যুকে এড়াতে পারে না।

[নোয়াখালী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিধেয়ক কয়টি? ১

খ. বিভেদক লক্ষণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দিপকে বর্ণিত মানুষের 'ক্ষুধা' ও 'তৃষ্ণা' কীভাবে উপলক্ষণ হিসেবে কাজ করে? ৩

ঘ. বর্ণিত উদ্দিপকের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার বিধেয়কের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয়ক পাঁচ প্রকার।

খ যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করা হয়, তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে।

বিভেদক লক্ষণ হলো জাত্যর্থের অপরিহার্য অংশ বিশেষ। যেমন- মানুষের মধ্যে রয়েছে 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তি' নামক গুণ। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাণীর রয়েছে 'জীববৃত্তি' গুণ। এই 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণের কারণে মানুষ তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক হয়। এজন্য 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণকে মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ বলে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উপলক্ষণ হিসেবে কাজ করে।

উপলক্ষণ বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি লক্ষণের থেকে নিঃসৃত বা অনুমিত একটা কিছু। উপলক্ষণ জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত কোনো গুণ বিশেষ। যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়; কিন্তু জাত্যর্থ বা এর কোনো অংশ থেকে অনির্দিষ্টভাবে নিঃসৃত হয়, তাকে উপলক্ষণ বলে। কারণ থেকে যেভাবে কার্য নিঃসৃত হয় অথবা আশ্রয়বাক্য থেকে যেভাবে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়, সেখানে জাত্যর্থ থেকে উপলক্ষণ অনুমিত হয়। যেমন: মানুষ হলো এমন জীব যাদের যুক্তিবিদ্যা বোঝার ক্ষমতা আছে। এই যুক্তিবাক্যে 'যুক্তিবিদ্যা বোঝার ক্ষমতা' মানুষ পদটির একটি উপলক্ষণ।

উদ্দীপকে মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি গুণ মানুষের জাত্যর্থের অংশ নয়। কিন্তু এগুলো মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি থেকে অনিবার্য ভাবে অনুমিত হয়। কেননা জীববৃত্তি থাকলেই তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকবে। তাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা গুণগুলো মানুষের উপলক্ষণ।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বিধেয়কের পাঁচটি প্রকারভেদ উল্লেখ করা যায়।

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম যুক্তিবিদ্যায় বিধেয়কের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বিধেয়ককে চার ভাগে ভাগ করেন। গ্রিক দার্শনিক পরফিরি বিধেয়ককে জাতি, উপজাতি, বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ এবং অবান্তর লক্ষণ নামক পাঁচটি প্রকরণ করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জীবজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক যেমন 'জাতি' হিসেবে বিবেচ্য তেমনিভাবে 'মানুষ' পদটি জীবের উপজাতি হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও উদ্দীপকে উল্লিখিত 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'চিন্তাশীল প্রাণী', হাস্যপ্রিয়' এই তিনটি পদ দ্বারা যথাক্রমে বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণকে নির্দেশ করে। অবান্তর লক্ষণ হচ্ছে এমন একটি গুণ যা জাত্যর্থের অংশ না আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও হয় না। অর্থাৎ অবান্তর লক্ষণ কোনো পদের আবশ্যকীয় গুণ নয়। যেমন- উদ্দীপকে

Teachingbd24.com

বর্ণিত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মৃত্যু গুণগুলো হলো অবান্তর লক্ষণ। মানুষের 'বুদ্ধিবৃত্তি' হলো বিভেদক লক্ষণ এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা হলো উপলক্ষণ।

পরিশেষে বলা যায়, যে গুণ বা গুণাবলি কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে আলাদা করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে বিভেদক লক্ষণ বলে। অন্যদিকে উপলক্ষণ হলো জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত কোনো গুণ বিশেষ এবং যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত ও নয়, তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ফারহান ও ফাইয়ান সার্কাস দেখতে গেল। সার্কাসে হাতি, ঘোড়া, বাঘ ও সিংহের বিভিন্ন কৌশল দেখার পর ফারহান বলল, এই পশুগুলো শক্তিশালী হলেও এরা মানুষের বশীভূত। কারণ এদের বশীভূত করার ক্ষমতা মানুষের আছে। ফাইয়ান বলল, আমি তোমার সাথে একমত, অথচ দেখ মানুষ ও এই পশুগুলো একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বিধেয়ক কী? ১

খ. কোন ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক অনুপস্থিত থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফারহানের বক্তব্যে মানুষের যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা বিধেয়কের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফাইয়ানের বক্তব্যে মানুষ ও সার্কাসের অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন ধরনের বিধেয়কের নির্দেশ করে? তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্পর্কই হলো বিধেয়ক।

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

বিধেয়ক হচ্ছে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার এক প্রকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কেবল সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে তৈরি হয়। তাই সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে। নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে। এজন্য নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না। যেহেতু নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাই নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

গ সৃজনশীল ১৬ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বীনা দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক শাখায় ছাত্রী। সে বলল, 'সকল কবি হয় মানুষ।' তার মতে, 'কবিরা শিক্ষিত এবং ভাবুক।' তাহসিন বলল, 'মানুষের নির্দিষ্ট একটি গুণের কারণে জীবের অন্যান্য উপজাতি থেকে সে পৃথক।' সুফিয়া বলল, 'সকল মানুষ হয় আবেগপ্রবণ।'

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৫]

ক. উপলক্ষণ কাকে বলে? ১

খ. 'সমজাতীয় উপজাতি' ধারণাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. বীনার উক্তিটিতে কোন কোন বিধেয়ক আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তাহসিন এবং সুফিয়ার বক্তব্যকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়; কিন্তু জাত্যর্থ বা এর কোনো অংশ থেকে অনির্দিষ্টভাবে নিঃসৃত হয়, তাকে উপলক্ষণ বলে।

খ একটি জাতিকে যখন একাধিক উপজাতিকে বিভক্ত করা হয় তখন উপজাতিগুলোকে পরস্পরের সমজাতীয় উপজাতি বলে।

একটি জাতিকে যখন একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়, তখন উপজাতিগুলোকে পরস্পরের সমজাতীয় উপজাতি (Cognate species) বলে। যেমন: মাছ জাতির অন্তর্গত ইলিশ মাছ, রুই মাছ, কৈ মাছ, মাগুর মাছ ইত্যাদি সবই সমজাতীয় উপজাতি। জীব জাতির অন্তর্গত মানুষ, গরু, বাঘ, হাতি, বানর ইত্যাদি সবই সমজাতীয় উপজাতি।

গ বীনার উক্তিটিতে বিধেয়কের অন্তর্গত জাতি ও শ্রেণিগত অবান্তর লক্ষণ দেখা যায়।

যে গুণ কোনো জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। এই অবান্তর লক্ষণের অন্তর্গত হচ্ছে শ্রেণিগত অবান্তর লক্ষণ। যে অবান্তর লক্ষণ কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে, তাকে শ্রেণিগত অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন : কাকের গায়ের রং কালো। অন্যদিকে জাতি হলো একটি ব্যাপকতর শ্রেণি যা সংকীর্ণতর শ্রেণিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন : সব মানুষ হয় প্রাণী। এ বাক্যে 'প্রাণী বিধেয় পদটি 'সব মানুষ' উদ্দেশ্য পদের সাথে সম্বন্ধের দিক থেকে 'জাতি' নামক বিধেয়ক হবে। জাত্যর্থের দিক থেকে জাতি ছোট কিন্তু ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে বড়।

উদ্দীপকে বর্ণিত কবিরা হয় মানুষ এবং শিক্ষিত ও ভাবুক এটি শ্রেণিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণের উদাহরণ। সকল মানুষ হয় আবেগ প্রবণ হল জাতির উদাহরণ।

ঘ উদ্দীপকের তাহসিনের বক্তব্যে বিভেদক লক্ষণ এবং সুফিয়ার বক্তব্যে জাতিগত উপলক্ষণ বর্তমান।

বিভেদক লক্ষণ বলতে বিভেদ করার লক্ষণ বা গুণকে বুঝায়। বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে কোনো উপজাতির এমন কোনো গুণ বা গুণাবলি যা তার সারসত্তাকে প্রকাশ করে। যেমন: মানুষের বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। কেননা এই গুণটিই মানুষকে জীব জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি। যেমন: গরু, ছাগল, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি থেকে মানুষকে পৃথক করেছে। অন্যদিকে সুফিয়ার বক্তব্যে জাতিগত উপলক্ষণ দেখা গিয়েছে। উপলক্ষণ কোনো পদের এমন ধরনের গুণ যা জাত্যর্থের অংশ না হলেও জাত্যর্থের সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত। কারণ থেকে যেমন কার্য নিঃসৃত হয় তেমনি জাত্যর্থ থেকে উপলক্ষণ নিঃসৃত হয়।

উদ্দীপকে তাহসিনের বক্তব্যে 'মানুষের নির্দিষ্ট গুণের কারণে জীবের অন্যান্য উপজাতি থেকে সে পৃথক" এ বিভেদক লক্ষণ এবং সুফিয়ার বক্তব্য 'সকল মানুষ হয় আবেগ প্রবণ" এ উপলক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে।

পরিশেষ বলা যায়, বিভেদক লক্ষণ ও উপলক্ষণ বিধেয়কের উল্লেখযোগ্য দুটি প্রকরণ।

প্রশ্ন ▶ ৩১ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাস করে নানা রকমের জীবজন্তু। এই জীবকূলে রয়েছে মানুষের ও অবস্থান। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষেরও রয়েছে তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি চাহিদা। তবুও মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা। আর তাই মানুষকে বলা হয় "সৃষ্টির সেরা জীব"। *[সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বিধেয় কী? ১

খ. জাতি ও উপজাতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি কোন ধরনের বিধেয়ককে প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব"– উক্তিটি বিধেয়কের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধেয় হলো যুক্তিবাক্যের যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।

https://teachingbd24.com

খ জাতি বলতে অধিক ব্যাপক শ্রেণিকে আর উপজাতি বলতে জাতির অন্তর্গত কম ব্যাপক শ্রেণিকে বোঝায়।

যদি দুটি শ্রেণিবাচক পদের সম্পর্ক এমন হয় যে ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে একটি ব্যাপক এবং অন্যটি কম ব্যাপক। এই অধিক ব্যাপক শ্রেণিটিই হলো জাতি। আর কম ব্যাপক শ্রেণিটি হলো উপজাতি। যেমন- জীবের সংখ্যা বেশি কিন্তু মানুষের সংখ্যা কম। অর্থাৎ ব্যাপকতার দিক দিয়ে জীব পদটি বড় আর মানুষ পদটি ছোট। জীব পদটি মানুষ পদকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব বলা যায়, জীব হলো জাতি আর মানুষ হলো উপজাতি।

গ উদ্দীপকের তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি জাতিগত উপলক্ষণকে প্রকাশ করে।

যে উপলক্ষণ কোনো পদের আসন্নতম জাতির জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃত হয় তাকে জাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন- ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, মানুষ পদটির জাতিগত উপলক্ষণ। কেননা, মানুষের আসন্নতম জাতি 'জীব' থেকে তথা 'জীববৃত্তি' নামক জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। আমরা জানি, জীববৃত্তি বা জীবন থাকলেই ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ইত্যাদি থাকবেই।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাস করে নানা রকমের জীবজন্তু। এই জীবকূলে রয়েছে মানুষেরও অবস্থান। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষেরও রয়েছে তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যেগুলো জাতিগত উপলক্ষণকে নির্দেশ করে।

ঘ 'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব' উক্তিটি বিধেয়কের আলোকে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

'মানুষ' পদটি জীব জাতির অন্তর্গত। এই জীব জাতির মধ্যে আরো অনেক প্রাণী রয়েছে। যেমন- গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, হাতি, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি। বিশেষ একটি গুণের কারণে 'মানুষ' উপজাতিটি জীব জাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপজাতি থেকে আলাদা। আর এ বিশেষ গুণটি হলো বুদ্ধিবৃত্তি। যা বিভেদক লক্ষণ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে বলা যায়, যে গুণ বা গুণাবলি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে। যেমন- বুদ্ধিবৃত্তি গুণটির কারণে মানুষ গরু, ছাগল, বাঘ প্রভৃতি থেকে পৃথক। আর এ গুণটির জন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মানুষ বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা যা বিভেদক লক্ষণকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, সেরা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য ব্যতিক্রমধর্মী কিছু গুণ থাকা আবশ্যক। মানুষ 'বুদ্ধি' নামক এই বিশেষ গুণটিকে ধারণ করায় জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ যুক্তিবিদ্যা ক্লাসে শিক্ষক বললেন, যুক্তিবিদ্যায় বিধেয়কের গুরুত্ব অনেক। উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান তাই হচ্ছে বিধেয়ক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে একটি নিগূঢ় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ক কত ভিন্নভাবে হতে পারে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জাতি কাকে বলে? ১

খ. বিধেয় কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিধেয়কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি শ্রেণিবাচক পদের বৃহত্তর পদকেই জাতি বলে।

খ যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনোকিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাই বিধেয়।

বিধেয় দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। যেমন- মানুষ হয় দ্বিপদী। এ যুক্তিবাক্যে 'দ্বিপদী' কথাটি 'মানুষ' পদ সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই দ্বিপদী পদটি বিধেয় পদ।

গ উদ্দীপকে শিক্ষক বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে ভিন্ন সম্পর্ক বা পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

বিধেয় একটা পদ কিন্তু বিধেয়ক পদ নয়। বিধেয়ক হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর মধ্যে সম্পর্কের নাম। সদর্থক ও নঞর্থক দুই ধরনের যুক্তিবাক্যেই বিধেয় থাকে। কিন্তু বিধেয়ক হলো সম্পর্কের নাম। তাই নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না। কারণ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। একটা যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ বিশিষ্ট পদ হতে পারে। কিন্তু কোনো যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ শ্রেণিবাচক না হয়ে বিশিষ্ট পদ হলে সে যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিধেয় ও বিধেয়ক এর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও অনেক রয়েছে যার মাধ্যমে বিধেয় ও বিধেয়ককে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি।

ঘ জাতি বা শ্রেণিবাচক বিধেয় পদ বিশিষ্ট কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে।

একটি যুক্তিবাক্যে বিধেয়কের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্কই হলো বিধেয়ক। বিধেয়ক অবরোহ যুক্তিবিদ্যার মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এটি গতানুগতিক বা প্রচলিত যুক্তিবিদ্যায় এরিস্টটলের চিন্তা থেকে শুরু করে পরফিরির চিন্তায় এসে পরিশীলিত ও বিকশিত হয়। যুক্তিবিদ পরিফিরির চিন্তায় বিধেয়ক বিষয়টি পরিণতি লাভ করে। এছাড়া আধুনিক যুক্তিবিদ হিসেবে যোসেফ, ল্যাটা, ম্যাকবেথ, ভোলানাথ রায় প্রমুখের চিন্তায় বিধেয়ক সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ থাকে। এ উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ককে তুলে ধরাই বিধেয়কের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। শ্রেণিবাচক পদ হিসেবে জাতি ও উপজাতির একটি মৌলিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বিধেয়কের অংশে। তাছাড়া উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার সম্পর্ক হিসেবে 'বিভেদক লক্ষণ', 'উপলক্ষণ' ও 'অবান্তর লক্ষণ' নামক শব্দের সাথে মানুষ পূর্বে পরিচিত ছিল না। বিধেয়ক আলোচনার বিষয় হওয়াতে সেগুলো সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে যারা যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করে তাদের মধ্যে একটি স্পষ্ট, পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ধারণার সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং সে সম্পর্ক কত ভিন্নভাবে কত গভীরভাবে হতে পারে তা বিধেয়ক সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়।

এজন্য যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় বিধেয়কের গুরুত্ব অপরিসীম।

Teachingbd24.com